যায়যায়দিন

তারিখ ... 18 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

এমপিওতে তিন অনিয়ম

যায়যায় রিপোর্ট

নতুন এমপিওর তালিকা প্রণয়নে নীতিমালার তিনটি ধারার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হয়েছে বলে প্রমাণ পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমদ। এ তালিকায় প্রতিষ্ঠানের নাম অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ঘুষও লেনদেন হয়েছে। শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিনের কাছে এমপিরা এসব অভিযোগ করেছেন। এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নতুন করে আরো চারশতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা উপদেষ্টা দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। পাঠানো তালিকা শেষ পর্যন্ত বহাল থাকছে কি না এ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরের দুই কর্মকর্তা এবং একজন সিনিয়র সহকারী সচিব অবৈধ অর্থ লেনদেনের সঙ্গে জড়িত। সোমবার পর্যন্ত দু'শতাধিক সংসদ সদস্য এমপিও তালিকা সম্পর্কে মতামত এবং এমপিওকরণে নিজ নিজ এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অগ্রাধিকার তালিকা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী কোরিয়া সফর শেষে দেশে ফেরার পরই তার কাছে এমপিদের মতামতের সার-সংক্ষেপ পেশ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী চাইলে এমপিদের অভিযোগ তদন্তে কমিটিও গঠন করা হবে। সংশোধিত এমপিওপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশ করা হবে বলে জানা গেছে। সোমবার সন্ধ্যায় শিক্ষা উপদেষ্টা আকস্মিক বাংলাদেশ অনিয়ম : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ

অনিয়ম : এমপিওতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা পরিসংখ্যান ব্যুরোয় (ব্যানবেইস) হাজির হন। তিনি এমপিওর নতুন তালিকা এবং সারাদেশের পুরনো এমপিওভুক্ত ও এমপিওবিহীন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

১৩ মে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এমপিও নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী তালিকা পর্যালোচনার নির্দেশ দিলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমদও পর্যালোচনার কাজ শুরু করেন। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা উপদেষ্টার দপ্তরের সঙ্গে এক ধরনের সমন্বয়হীনতাও দেখা দেয়। শিক্ষামন্ত্রীর কাছেও অনেকে নতুন করে এমপিওর জন্য ডিও লেটার দিতে থাকেন। অন্যদিকে উপদেষ্টার কাছেও শত শত ডিও লেটার জমা পড়তে থাকে। অন্যদিকে শিক্ষা উপদেষ্টা এমপিদের কাছে পত্র দিয়ে প্রকাশিত তালিকা সম্পর্কে মতামত ও একটি অগ্রাধিকার তালিকা চান।

সূত্রে জানা গেছে, এ পর্যন্ত দুই শতাধিক এমপি জবাব দিয়েছেন। তাদের অনেকেরই মতামতে এমপিও নীতিমালার ১৩, ২৩ এবং ২৪ ধারা লঙ্ঘন করে এমপিও তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া অগ্রাধিকার তালিকা গুরুত্ব না দেয়া, অযোগ্য প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি, ৫টি প্রতিষ্ঠান দুবার তালিকাভুক্তি, জেলাওয়ারি সমন্বয়হীনতা এবং কোনো কোনো জেলায় শূন্য থাকার অভিযোগ রয়েছে। বেশ কয়েকজন এমপি তালিকা প্রণয়নে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ এনেছেন।

সোমবার রাতে শিক্ষা উপদেষ্টা যে মাসের শেষ সপ্তাহে তালিকা প্রকাশের কথা জানিয়ে বলেন, সংসদ সদস্যদের মতামত এখনো আসছে। সবার মত ও অগ্রাধিকার তালিকা পাওয়ার পরই চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়নে বসা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে চলতি বাজেটে বরাদ্দ অর্থ রাখার বিষয়টিও সামনে রাখা হবে। ড. আহমেদ জানান, নীতিমালা সামনে রেখে এমপিদের অগ্রাধিকার তালিকা, মন্ত্রণালয়ের গ্রেডিং, আরেকটি সরেজমিন পরিদর্শন রিপোর্ট সমন্বয় করে নতুন তালিকা প্রণয়ন করা হবে। এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা জানান, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পর থেকেই তিনি এমপিও তালিকার ব্যাপারে কাজ করছেন।